তারিখ ... 2 JUL 1990 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

20

প্রাথমিক শিক্ষা

রিপোর্টের ভিত্তিতেই বোঝা যাবে কোন্ এলাকায় কত স্কুল দরকার; কিন্তু জরিপ রিপোর্ট কবে পাওয়া যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

সব শিশুকে স্কুলে আনতে হলে প্রতিটি গ্রামে অন্তত একটি প্রাথমিক স্কুল থাকা দরকার। অনেক গ্রামে একাধিক প্রাথমিক স্কুল থাকলেও বহু গ্রাম রয়েছে যেখানে কোন স্কুলই নেই। বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতির গত বছরের হিসেব অনুযায়ী প্রাথমিক স্কুল নেই ৩২ হাজার গ্রামে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী দেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ৪৫ হাজার ৩ শ' ৮৩টি। এর মধ্যে সরকারী স্কুল ৩৭ হাজার ৬ শ' ১৮ এবং বেসরকারী স্কুল ৭ হাজার ৭ শ' ৬৫টি। বেসরকারী স্কুলের মধ্যে রেজিস্টার্ড হচ্ছে ৪ হাজার ৪ শ' ১৪টি।

প্রাথমিক স্কুলে ছাত্রছাত্রীর মোট সংখ্যা ১ কোটি ১২ লাখ ৮৫ হাজার ৪ শ' ৪৫। এদের মধ্যে ছাত্রী রয়েছে ৫০ লাখ। সরকারী স্কুলে ৯৭ লাখ ৫০ হাজার ও বেসরকারী স্কুলে ১৫ লাখ ৩৪ হাজার ছাত্রছাত্রী তালিকাভুক্ত রয়েছে। প্রতি স্কুলে গড়ে ২ শ' ৫০ জন পড়াশোনা করে।

প্রাথমিক স্কুলগুলোতে এখন এক লাখ ৮৬ হাজার ৮ শ' ৭২ জন শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী নিয়োজিত আছেন। শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা ৩৩ হাজার ৭শ' ৭৪ জন।

স্কুলে যায় না কত শিশু?

৬ থেকে ১০ বছর বয়সী কত শিশু স্কুলের বাইরে রয়েছে তার সঠিক তথ্য কারো কাছেই নেই। একটি হিসেবে দেখা যায়, এই বয়সের শতকরা ২৩ জন শিশু কখনোই স্কুলে যায়নি। এছাড়া আরও শতকরা ২৩ জন স্কুলে যাওয়া বন্ধ করেছে। তাহলে দেখা যায় শতকরা ৫৪ জন শিশু স্কুলে যাচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তার মতে, প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের যোগ্য অন্তত ৬০ লাখ শিশু স্কুলে যায় না। ২ শ' ৫০ জনের জন্য যদি একটি স্কুলের দরকার হয়, তাহলে ৬০ লাখ শিশুর জন্য আরও ২৪ হাজার স্কুলের ব্যবস্থা করতে হবে। সব শিশুর জন্য স্কুলের সুবিধা নিশ্চিত করতে হলে প্রতি ২ বর্গকিলোমিটার এলাকায় একটি স্কুল থাকা উচিত।

১৯৯১তে বাধ্যতামূলক শিক্ষা কর্মসূচী চালু হওয়ার পর কেবলমাত্র প্রথম শ্রেণীতেই ৩৮ লাখ শিশু ভর্তি হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এজন্য শুরুতেই ১২ হাজার শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী নিয়োগের চিন্তাভাবনা রয়েছে। যদিও শিক্ষকের প্রয়োজন হবে অনেক বেশী। কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য আরও ৪৪ হাজার শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন হবে বলে একটি সূত্রে বলা হয়।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি

নতুন স্কুল স্থাপন বা নতুন শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেনি। বিদ্যমান প্রাথমিক স্কুলে দুই শিফট অথবা হাইস্কুলে মর্নিং শিফট চালু করে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী শুরু করার কথা অনেকেই ভাবছেন। এক্ষেত্রে কর্মরত শিক্ষকদের ওভারটাইম দিয়ে কাজ করানোর চিন্তাও রয়েছে; কিন্তু যেসব এলাকায় কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই নেই, সেখানে নতুন স্কুল স্থাপন করতে হবে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু হওয়ার পর বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলগুলোকে সরকারীকরণের কোন পরিকল্পনা আপাতত নেই। বেসরকারী স্কুল আগের মতই চলতে থাকবে। তবে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের মাসিক ৫শ' টাকা হারে সম্মানী দেয়ার কথা সরকার বিবেচনা করছেন।

জরিপ রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা

বিদ্যমান প্রাথমিক স্কুলগুলোর বর্তমান অবস্থান ও নতুন স্কুলের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণের জন্য মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্প্রতি শেষ হয়েছে বলে সরকারী সূত্রে জানা যায়। প্রাপ্ত তথ্য সন্নিবেশ ও বিশ্লেষণের পর প্রাথমিক স্কুল বিষয়ক জরিপের রিপোর্ট তৈরী হবে। এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করবেন। সংশ্লিষ্ট মহল এখন এই রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন পদস্থ কর্মকর্তা জানান যে, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলককরণ আইন যাতে কার্যকর হতে পারে, সেজন্য প্রয়োজনীয় বিধিমালা তৈরীর কাজ চলছে। এই বিধিমালাই সব অসম্পূর্ণতা দূর করে আইন প্রয়োগে সহায়তা করবে।

কবে নাগাদ বিধিমালা তৈরীর কাজ শেষ হবে, সে সম্পর্কে সদুত্তর কারো কাছ থেকেই মেলেনি।

স্কুলের সংখ্যা কত বাড়াতে হবে?

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্কুল যে দেশে নেই, একথা সবাই স্বীকার করেন; কিন্তু কর্মসূচী সফল করতে স্কুলের সংখ্যা কত বাড়াতে হবে, তার সঠিক হিসেব কর্তৃপক্ষ এখনো করতে পারেননি।

প্রাথমিক স্কুলের প্রয়োজনীয় সংখ্যা নিরূপণের জন্য দেশব্যাপী একটি জরিপ চালানো হচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে। এই জরিপের